২) বৈষম্য সমস্যাটির সাথে সমন্বয় রেখে উপযুক্ত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে। এবং শিক্ষার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৩) সমস্যার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল পূরণ করতে সক্ষম হতে হবে।

৪) শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। তাদের মনের জড়তা দূরীকরণ, প্রয়োজনে সঠিক পরিচর্যা দিতে হবে।

৫) ছাত্র-শিক্ষক সমস্যার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনয়ন করে এবং সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দিতে হবে।

৬) শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের প্রতি শিক্ষক শিক্ষিকাদের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

৭) নিরক্ষর অভিভাবক, অভিভাবী, জীবনমুখী স্কুলের পাঠ্যক্রম এবং সহ-পাঠ্যক্রম সামঞ্জস্যের তৎপর হতে হবে।

৮) শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাধ্যায়ন (Self study) এবং স্বাধীনতা (Freedom) দিতে হবে।

৯) সংগঠনশক্তি, সৃজনীশক্তির বিকাশ, আত্ম-অনুশাসন (Self-discipline) এর গুরুত্ব দিতে হবে।

১০) বন্ধুত্ব, বৈষম্যসমস্যার জন্য, তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য দিতে হবে।